রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র, ১৪২২ মোতাবেক ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ১৭ ভাদ্র, ১৪২২ মোতাবেক ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ১৭/২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৯) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৯ক) ''বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোন দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগ" অর্থ বাংলাদেশ সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং অন্য কোন দেশের সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও প্রসারে যোগ্য কোন শিল্প উদ্যোক্তা, কনসোর্টিয়াম, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী বা শিল্প গোষ্ঠি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগ;"।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **২০১০ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নতুন দফা (ঙ) এবং (চ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) বাংলাদেশ সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং অন্য কোন দেশের সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও প্রসারে যোগ্য কোন শিল্প উদ্যোক্তা, কনসোর্টিয়াম, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী বা শিল্প গোষ্ঠি এর মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;

(চ) এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বা অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চল।"

৪। **২০১০ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নতুন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, কেবল তথ্য প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাভুক্ত কোন ভূমি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে।"; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০১০ সনের ৪২ নং আইনে নতুন ধারা ৭ক ও ৭খ এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ৭ক ও ৭খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৭ক। **বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোন দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ**।—বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোন দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭খ। **প্রক্রিয়াকরণ কমিটি গঠন, ইত্যাদি**।—(১) ধারা ৭ক এর অধীন গৃহীত পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরকার, উক্ত পরিকল্পনার টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে প্রক্রিয়াকরণ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) প্রক্রিয়াকরণ কমিটি উক্ত পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় হইতে প্রস্তাব প্রণয়ন এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের পর্যায় না আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৩) প্রক্রিয়াকরণ কমিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, আলোচনা ও দর কষাকষির মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ জনস্বার্থ সংরক্ষণ হয় এইরূপ সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব প্রণয়ন করিবে।

(৪) প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৬। **২০১০ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর উক্তরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৯ এর দফা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোন দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বা অংশীদারিত্বে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যমান আইনের আওতায় বিদেশী সরকারের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে (জি-টু-জি) অথবা এক বা একাধিক সরকারি কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কোন বিধান না থাকায় কতিপয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে জি-টু-জি ভিত্তিতে বা সরকারি কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ আইনের সংশোধন আনা প্রয়োজন। তাছাড়া, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাভুক্ত এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে বিধিনিষেধ থাকলেও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ বিধিনিষেধ হতে অব্যহতি প্রদান করা প্রয়োজন।

২। উক্ত প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য জি-টু-জি ভিত্তিতে বা সরকারি কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এবং সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাভুক্ত এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক অর্থনৈকিত অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির বিধান প্রণয়নকল্পে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০১৫' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd